আর্থিক লিপি | পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
Port Blair, Wednesday, September 6, 2017
Arthik lipi, Page 3

অমিত শাহ'র সভার অনুমতি নিয়েও সংশয়

মহাজাতি সদনে মোহন ভাগবতের কর্মসূচিতে 'না' কর্তৃপক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার: ফের মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠান ঘিরে জটিলতা। আগামী ৩ অক্টোবর মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ'র সভার জন্য নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম চাওয়া হয়েছিল। তারও অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির। আগামী ১১ তারিখ রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। ১৩ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে। তিনি একটি নাগরিক সভাও করবেন। ১২ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোরে যাতে এই সভা করা যায় তার জন্য বিজেপির তরফে আবেদন করা হয়েছিল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই সভা করার অনুমতি দেয়নি বলেই অভিযোগ বিজেপির। দুর্গাপুজোর আগে রাজ্য সরকারের নানা অনুষ্ঠান থাকে। সেই কারণেই না কি অমিত শাহ'র সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা। রাজ্য প্রশাসন ইচ্ছা করেই তাদের কর্মসূচির অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার বিজেপির কোনও কর্মসূচি করতে দিচ্ছে না। গায়ের জোরে আমাদের কর্মসূচি বাতিল করছে।' অমিত শাহ'র সভা যাতে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসে করা যায় সেই ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে বিজেপি।

অন্যদিকে সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের তরফে আগামী ৩ অক্টোবরের জন্য মহাজাতি সদন বুক করা হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সিস্টার নিবেদিতার ভূমিকা নিয়েই এই অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানেই বক্তব্য রাখার কথা মোহন ভাগবতের। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকেও ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের দাবি, ৩ অক্টোবরের জন্য মহাজাতি সদন বুক করা হয়েছিল জুলাই মাসে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশকেও জানানো হয়। কিন্তু ৩১ আগস্ট কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়ে দেওয়া বুকিং বাতিল করা হয়েছে। ট্রাস্টের আরও বক্তব্য, মহাজাতি সদন কর্তৃপক্ষের তরফে কলকাতা পুলিশের

থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আনতে বলা হয়। সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের আরও দাবি, ১ সেপ্টেম্বর তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে যেহেতু সংস্কারের কাজ হবে, সেই কারণে মহাজাতি সদনে ওই সময় অনুষ্ঠান করা যাবে না।

মহাজাতি সদনে মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ আরএসএস। আরএসএস নেতা জিষ্ণু বসুর বক্তব্য, 'তিন তালাক নিয়ে রায় প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন মন্ত্রী। আর সেই সভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।' এর আগেও কলকাতায় মোহন ভাগবতের সভা অনুমতি দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের হস্তক্ষেপে সেই সভার অনুমতি মেলে।

দলের স্বার্থেই টাকা নিয়েছি, সিবিআইকে জানাল প্রসূন

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং নির্বাচনী তহবিলের জন্যই ম্যাথু স্যামুয়েলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বলে সিবিআইকে জানাল তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নারদ কাণ্ডে তৃণমূলের এই সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। মঙ্গলবার ১১টা নাগাদ নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন ফুটবলার সাংসদ। তারপরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সিবিআই গোয়েন্দারা। সূত্রে খবর, তদন্তকারী অফিসারদের কাছে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকারো করে নেয় তিনি। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও স্যামুয়েলের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা মেনে নেন হাওড়ার সাংসদ। তার বক্তব্য, 'আমার কাছে ব্যাঙ্কের পাস বই দেখতে চাওয়া হয়। টাকা নেওয়ার পর যেখানে টাকা রেখেছিলাম নথি আমি সিবিআইকে দিয়েছি।' তবে কোনও ব্যবসায়ীক সুবিধা পাইয়ে দিতে নয়। বরং নিবাচনী তহবিলের জন্যই ম্যাথু স্যামুয়েলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। বলেন 'আমি নির্বাচনী তহবিলের জন্যই টাকা নিয়েছি। ম্যাথু স্যামুয়েলের দলকে সাহায্য করার জন্য আসে, সেই হিসাবে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। কোনও ব্যবসায়ীক পাইয়ে দিইনি।' আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরেই নারদ কাণ্ডে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের ইতিমধ্যেই তলব করতে শুরু করেছে সিবিআই। যে ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় তার মধ্যে নাম ছিল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তাই তাঁকেও তলব করে সিবিআই। সেই মতোই এদিন নিজাম প্যালেসে বেলা ১২টার কিছু পরে পৌঁছে যান ফুটবলার সাংসদ। সূত্রের খবর, সিবিআই গোয়েন্দারা তাঁর কাছে জানতে চান, ম্যাথু স্যামুয়েলের কাছ থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও টাকা নিয়েছিলেন কি না।

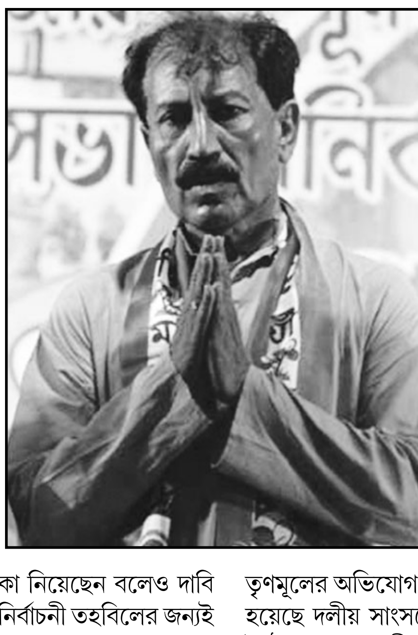

প্রথম দিকে টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। পরে ফুটেজ দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যে টাকা তিনি ম্যাথুর কাছ থেকে নিয়েছিলেন সেই টাকা কোথায় খরচ করলেন, সে ব্যাপারেও সাংসদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। প্রসূনকে এদিন নথি সহ আসতে বলা হয়েছিল। সেই নথি তিনি জমা দিয়েছেন বলেই দাবি তৃণমূল সাংসদের। জিজ্ঞাসাবাদের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সিবিআইকে সহযোগিতা করেছি।' সোমবার হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে উলবেড়িয়া সাংসদ সুলতানের আহমেদের মৃত্যু হয়। তার নামও নারদ কাণ্ডে জড়ায়। মৃত্যুর পরই তৃণমূলের অভিযোগ ছিল সিবিআই-ইডি চাপেই মৃত্যু হয়েছে দলীয় সাংসদের। এমনকী নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সেই প্রসঙ্গেও প্রশ্ন করা হয় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার বক্তব্য, 'আমি দেশের জন্য ফুটবল খেলে প্রদ্মশ্রী পেয়েছি। সারা দেশের লোক আমাকে খেলোয়াড় হিসাবে চেনে তাই বার বার করে সিবিআই তলব করাই অবশ্যই মানসিকভাবে চাপ হচ্ছে। সম্মানহানিও হচ্ছে।' তবে নারদ কাণ্ডে সিবিআই-ইডির আগামী দিনে তাকে ডাকলে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন বলেও এদিন জানিয়ে দেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষার প্রসারে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে :মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা পুরসভার শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে মঙ্গলবার বেহালা শরৎ সদনে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়, পুরসভার কাউন্সিলর রত্না রায় মজুমদার প্রমুখ।

'কলকাতা পুরসভার অধীনে যেসব স্কুলগুলি রয়েছে আগের থেকে সেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে' এদিনের অনুষ্ঠানে দাবি করলেন মেয়র শোভন

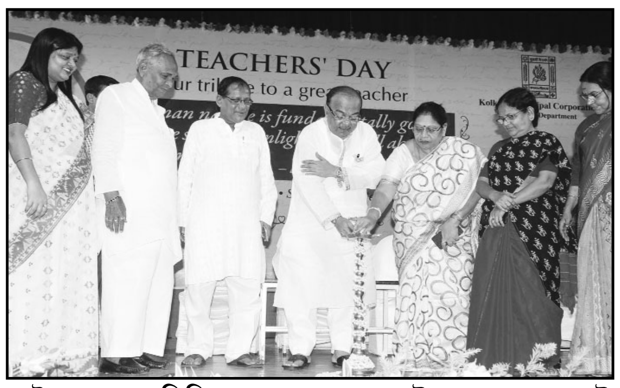

চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, ' শিক্ষার অগ্রগতি বাড়াতে নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসু ২৮১টি স্কুল তৈরি করেছিলেন, আমরা সেই পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছি। বরং আরও অনেক বেশি স্কুল তৈরি হয়েছে কলকাতায়'।

ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার: সল্টলেকের এনআইএফটি কলেজের ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করা, তাদের পিছু নেওয়া ও অসৎ উদ্দেশে তাদের ছবি তোলার অপরাধে বেলিয়াঘাটার বাসিন্দা বরুণ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ৩৫৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস ধরে এই অপকীর্তি করে যাচ্ছিল। সে একটি গাড়ি করে কলেজের গেটের সামনে আসত এবং সেখানে বসে কলেজের ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করত। তাদের প্রেমের টোপ দিত। অনেক সময় মেয়েদের আপত্তি সত্ত্বেও মোবাইলে ছবি তুলে নিত।

বহুদিন ধরে বরুণের অত্যাচার সহ্য করার পর কলেজের ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে জানায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর বিধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তাকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়। তার গাড়িতে বাজেয়াপ্ত করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। বিধাননগরের গোয়েন্দা প্রধান শবরী রাজকুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মূলত কলেজ ও মেয়েদের হোস্টেলের সামনে গিয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করত। অনেকদিন ধরে সে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৪৮/১৭ নং মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শুক্রবার বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ লজে তরুণীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল। পর পর তরুণী ও ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনা সামনে আসায় সল্টলেকের মতো অভিজাত এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা ও তাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার প্রবণতা কমছে না। সমাজ বিজ্ঞানীদের দাবি, এক গভীর মনোবিকার সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, যার জেরেই এই ঘটনাগুলি সামনে আসছে।

গ্রেফতার ৭৯ পার্ট টাইম টিচার

স্টাফ রিপোর্টার: কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আংশিক সময়ের শিক্ষকদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এসইউসিআই-সি-র অনুগামী এই পার্ট টাইম টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে র‍্যালি করে হাজরা ক্রসিংয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হন তারা। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলছিল তাদের সমাবেশ। তাদের একাধিক দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য এই বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হয়। কাজের দিনে ব্যস্ত সময়ে পথ আটকে পথসভা করা এবং পুলিশের কাজে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টায় সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় সংগঠনের ৭৯জন সমর্থককে। যাদের মধ্যে ছিলেন ৫৫জন পুরুষ এবং ২৪জন মহিলা। তাদের নিয়ে এসে রাখা হয় কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার: মুচিপাড়া এলাকায় একটি পচাগলা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মুচিপাড়া থানা এলাকার ১১/৩ গৌর দে লেনের একটি বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে দেখে স্থানীয়রাই খবর দেয় পুলিশে। জানা গেছে, ওই বাড়িতে একাই থাকতেন প্রদীপ রায়(৪৭)। মঙ্গলবার দরজা ভেঙে বাড়ির একটি ঘর থেকে বিছানার উপর দেহটি উদ্ধার করা হয় বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ। দেহটি এরপর পাঠানো হয় ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মুচিপাড়া থানার পুলিশ।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: সরকারি বাসের ধাক্কায় এক মোটর সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে যাদবপুর থানা এলাকার সুকান্ত সেতুর ওপর। মৃত ব্যক্তি ৫/১২ডি, সিআর কলোনির বাসিন্দা। মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ সল্টলেক সুলেখা মোড়গামী একটি সরকারি বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক মোটর সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন সিআর কলোনির বাসিন্দা বছর ৪৯-এর অশোক ঘোষ। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট ট্রাফিকগার্ডের কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা ছুটে আসেন এবং অশোক ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয় এমআর বাঙ্গুর হাসপতালে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

ভুয়ো ট্যুর অপারেটর সংস্থার দুই কর্তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

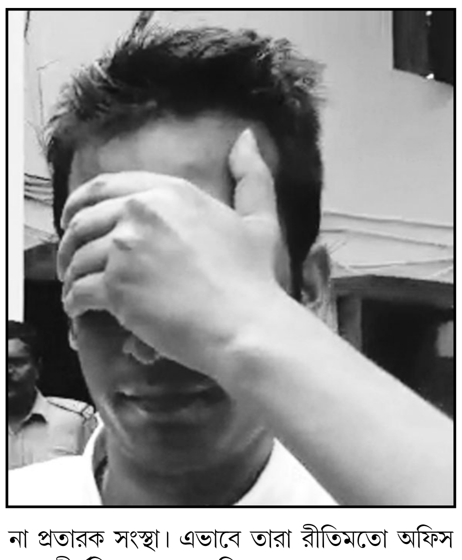

স্টাফ রিপোর্টার: বিদেশে ভ্রমণ পরিষেবা দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করার অভিযোগে এক ভুয়ো ট্যুর অপারেটর সংস্থার দুই কর্তাকে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। বিআইএম হলিডেজ নামে এই সংস্থার ডিরেক্টর বাশারুল ইসলাম ওরফে মুন্না ও মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিকাশ চন্দ্র দাসকে কসবা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাশারুল আসানসোলের বাসিন্দা ও মুন্না বর্ধমানের বাসিন্দা। এরা বিদেশে ভ্রমণের প্যাকেজের নাম করে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিআইএম হলিডেজ নামে ওই ভুয়ো ট্যুর অপারেটর সংস্থার দফতর সল্টলেকের জিসি ব্লকে ছিল। এই ট্যুর অপারেটর সংস্থা স্বল্প মূল্যে ও সহজে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করত। ভিসা পাইয়ে দেওয়া ও ট্যুর করিয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিত। এরপর ভ্রমণ তো দূর অস্ত নানা অজুহাতে টাকাও ফেরত দিত না প্রতারক সংস্থা। এভাবে তারা রীতিমতো অফিস খুলে দীর্ঘদিন প্রতারণা চালিয়ে গেছে।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এক ব্যক্তি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান সংস্থার বিরুদ্ধ। এরপর তদন্তে নামে পুলিশ। এই মামলায় আগেই প্রতারক সংস্থার দুই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দক্ষিণ থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞসাবাদ চালিয়ে সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয় পুলিশ। এদের জেরা করেই আর কারা কারা যুক্ত তা জানতে পারে পুলিশ। এই মামলায় ধৃতরা পলাতক ছিল। তাদের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে এদের কসবা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে এদের বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। বিধাননগর সিটি পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান শবরী রাজকুমার জানিয়েছেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪, ১২০বি, ৪০৬, ৪২০ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।